গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
বীর উত্তম এ, কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩,মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ আতিকুল হক
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ০৬-০১-২০২১খ্রি.
সময় : দুপুর ২.৩০ টা
উপস্থিতি : তালিকা সংযুক্ত

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ এর ৩.১.১০ অনুচ্ছেদে বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির উল্লেখ আছে। যেখানে দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা জনসাধারণের মাঝে দ্রুত প্রচারের উপায়, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশমালা প্রদানসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির উপর ৬ (ছয়) টি সুস্পষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বর্ণনা আছে। সভাপতির নির্দেশক্রমে উপপরিচালক (এমআইএম) জনাব নিতাই দে সরকার বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে সভায় আলোচনার সূচনা করেন।

০২। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. দুর্যোগের সতর্কবার্তা অঞ্চল বিশেষে বোধগম্য ভাষায় প্রচার	আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, জনগণের মাঝে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যে দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার করা হয় তা রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য মিডিয়া কর্তৃক বোধগম্য ভাষায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর করে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম এর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সাধু ভাষা কম বোঝে। সে ক্ষেত্রে এ ০৩টি অঞ্চলের ভাষায় দুর্যোগ সতর্ক বার্তা প্রচার করলে তাদের জন্য বেশী বোধগম্য হবে এবং এটি ই-মেইল ও ইন্টারনেটে ও প্রচার করা যায়। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় রেডিও স্টেশন রয়েছে। প্রয়োজনে লোকাল স্টেশনের সাপোর্ট নিয়েও দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও খুলনা রেডিও স্টেশন থেকেও দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচার করা যায়।	আবহাওয়া অধিদপ্তর দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে যে কঠিন ও টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করে তার পরিবর্তে রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য মিডিয়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সহজ ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে হবে।	বাংলাদেশ বেতার/ বাংলাদেশ টেলিভিশন
	আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আরো জানান যে, মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় কমিউনিটি রেডিওগুলো (১৮টি) ব্যবহার করে বিশেষত, উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, সতর্ক সংকেত নম্বর এবং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময়, স্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো আঞ্চলিক ভাষায় প্রচার করা প্রয়োজন। জনসাধারণ যাতে সহজে বোঝে এ রকম বুলেটিন সার্বজনিন (০১টি) এবং এলাকা ভিত্তিক (০১টি) সহজভাষায় সংক্ষেপে প্রচার করা যায়। এ জন্য সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহায়তায় সকল কমিউনিটি রেডিও (বাংলাদেশ বেতার ও টিলিভিশন সহ) এর সাথে ০১ দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	আবহাওয়া অধিদপ্তর/বাংলা দেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

২. সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সংকেত/রং এর ব্যবহার	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সংকেত/রঙের ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমন, মারাত্মক বিপদ, মাঝারি ধরনের বিপদ এবং স্বাভাবিক অবস্থা ইত্যাদি বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন রং এর মাধ্যমে সংকেত প্রদান করা যায়। কারণ, রঙের ব্যবহার সাধারণ মানুষের কাছে বেশি বোধগম্য হয়। এছাড়া, দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। বর্তমান যুগে মোবাইল বহুল প্রচলিত তাই মানুষ মোবাইল খুললেই খুব সহজেই মোবাইলের মাধ্যমে সকল তথ্য পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে Vioce SMS এর মাধ্যমেও জনগণের মাঝে দুর্যোগের সতর্কবার্তা প্রচার করা যায়। সব অঞ্চলে সতর্কবার্তা পাঠানোর দরকার নেই। যে সব এলাকা ঝুকিপূর্ণ শুধু সে সব এলাকাতে Vioce SMS পাঠালেই চলবে।	সাধারণ মানুষের কাছে যাতে বেশি বোধগম্য হয়, সেজন্য দুর্যোগের সতর্ক সংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার যেমন, মারাত্মক বিপদ, মাঝারি ধরনের বিপদ এবং স্বাভাবিক অবস্থা ইত্যাদি বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন রং এর মাধ্যমে সংকেত প্রদান ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।	আবহাওয়া অধিদপ্তর
৩. ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা আধুনিকায়ন	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি আরো জানান যে, সাধারণ মানুষ মনে করেন ঘূর্ণিঝড়ের ৫, ৬, ৭ নং সিগনাল ভিন্ন ভিন্ন সিগনাল। ৭ নম্বর সিগনাল মারাত্মক বিপদ সম্পন্ন। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। ৫, ৬, ৭ নং সিগনাল একই সিগনাল, এটি আসলে ঘূর্ণিঝড়টি কোন বন্দরে দিয়ে, কোন পাশ দিয়ে যাবে তার উপর ভিত্তি করে বলা হয়। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়ের সিগনালের বিষয়টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। উপপরিচালক (এমআইএম) জানান যে, ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা আধুনিকায়নে ইতোপূর্বে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল এবং ২০০৮ সালে তা অনুমোদনও হয়েছিল। অনুমোদিত আধুনিক সংকেত ব্যবস্থা প্রচার হচ্ছে না। এ বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতামত জানা প্রয়োজন। উপপরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) জানান বর্তমানে দেশের ৪১টি উপকূলীয় এলাকায় মোট ৫৫,৫১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। যারা দুর্যোগকালীন সময়ে বিপদ সংকেত দেখান এবং জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করে থাকেন। তিনি বলেন সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দর গুলোর জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন বিপদ সংকেতের বার্তা প্রচার মাধ্যম গুলিতে প্রচার করা হয় তাতে যেটি কম বিপদ সংকেত তাই জনসাধারণ বা এলাকাবাসী গ্রহণ করে থাকে ফলে বেশী বিপদ সংকেত প্রবণ এলাকার লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দর গুলোর জন্য বিপদ সংকেত প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকার নাম সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে।	২০০৮ সালে অনুমোদিত ঘূর্ণিঝড় সংকেত ব্যবস্থা প্রচার না হওয়ার বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর লিখিত মতামত প্রদান করবে।	আবহাওয়া অধিদপ্তর
৪. কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া তথ্য প্রচার	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর কাছ থেকে সপ্তাহে ০২ দিন তথ্য নেয়া হয় এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে কৃষকদের জন্য কি করণীয় সেই পরামর্শ নিয়মিত জেলা পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় সপ্তাহে ০২ দিন এবং জাতীয় পর্যায়ে সপ্তাহে ০১ দিন দেয়া হয়। দুর্যোগের সময় কৃষকদের জন্য কি করণীয় তা বিশেষ বুলেটিন প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। Voice SMS এবং Text SMS এর মাধ্যমে সে সকল তথ্য দেয়া হয়। এছাড়াও দুর্যোগ প্রবণ এলাকাগুলো যদি বিশেষ সময়ে মনিটর করা যায় এবং এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর প্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাহলে কৃষি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর উক্ত বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

	সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তথ্য প্রচারে ভূমিকা রাখতে পারবে। এতে করে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শগুলো কৃষকদের কাছে বিস্তার লাভ করবে।		
৫. সদস্য কো-অপট	মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের একজন করে প্রতিনিধি এ কমিটিতে রাখা দরকার আছে বলে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান। কারণ যখন বড় ধরনের বন্যা হয় সে ক্ষেত্রে অনেক চাষের মাছ নষ্ট হয়ে যায় এবং পশু পাখির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। সুতরাং এ সভায় মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন।	মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি কো-অপট করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭. ভূমিধ্বস সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ (GSB) ভূমিধ্বসের আগাম বার্তা প্রচার করে থাকেন, তবে এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। এক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর সহায়তা পেলে আরো ভালো হয়। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের তাদের প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।	GSB যদি প্রকল্প না গ্রহন করে প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহারের জন্য DDM এর সহায়তা পেতে চায়, তবে তা লিখিতভাবে DDM কে জানাতে হবে।	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: আতিকুল হক)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটি

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০৩৯.৩৯.০১২.২০. ২৭ তারিখঃ ২৫/০৬/২০২১খ্রি.

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাজ্জাদ রায়হান, জেনারেল ষ্টাফ অফিসার-গ্রেড-২, জয়েন্ট অপারেশন্স]।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইইবি ভবন, রমনা ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (SPARRSO), শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: মুহাম্মদ খোরশেদ আলম, নির্বাহী প্রযোজক]।
৫। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ [দৃষ্টি আকর্ষণ: মোঃ তৈয়ব আলী, পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়)]।
৬। মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ৩১ সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ সরণী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: উর্মী আহসান, কম্যুনিকেশন অফিসার, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতিকরণ প্রকল্প]।
৯। মহাপরিচালক, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (GSB), ১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, ঢাকা-১০০০ [দৃষ্টি আকর্ষণ: মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)।
১০। মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), ওয়ারপো ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫।

১১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৩। পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: মোঃ আব্দুল মতিন, উর্ধ্বতন যোগাযোগ প্রকৌশলী] ।

১৪। উপসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: আব্দুল্লাহ আল আরিফ, উপসচিব]।

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন (৩য় তলা) মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ [দৃষ্টি আকর্ষণ: সরদার উদয় রায়হান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী]।

১৬। পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ৬৮৪-৬৮৬ বড় মগবাজার, ঢাকা [দৃষ্টি আকর্ষণ: মোঃ হাসানুল আমিন, উপপরিচালক (অপা:)।

১৭। চীফ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

১৮। সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

১৯। পরিচালক, যৌথ নদী কমিশন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২১৫।

২০। নির্বাহী পরিচালক, ইনষ্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিওএম), নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।

২১। মহাসচিব, বাংলাদেশ মোবাইল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়ালি সেন্টার, ৩য় তলা, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২।

২২। চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন, ৮/১৩ সি ব্লক, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২৩। পরিচালক, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন (FM) রেডিও, ৪৫ নাভানা টাওয়ার, ১৫ তলা, গুলশান সার্কেল-১, ঢাকা-১২১২।

২৪। চেয়ারম্যান, বেসরকারি টেলিভিশন অ্যাসোসিয়েশন, ১৪৯/১৫০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

২৫। উপপরিচালক (প্রশাসন-২/এমআইএম), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিপ্তর, ঢাকা।

২৬। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধ সহ)।

(এস এম এনামুল কবির)
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সদস্য-সচিব
বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও
কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কিত কমিটি